যৌনতা
নারী-পুরুষের বিশেষ পরিচয় ও সম্পর্ক

শাহীন রহমান

যৌনতা

নারী-পুরুষের নানা পরিচয় রয়েছে। যেমন দৈহিক পরিচয়— নারী ও পুরুষ। সামাজিক পরিচয়— পুরুষমানুষ ও মেয়েমানুষ কিংবা পুরুষালি বা মেয়েলি। তেমনি নারী-পুরুষের একটি বিশেষ পরিচয় আছে। আর এই পরিচয়টি সবার কাছে স্পষ্ট নয়। এই বিশেষ পরিচয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে আলাপ-আলোচনা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীরা বিশেষ চোখে পুরুষদের দেখে। পুরুষদের দেহ, অঙ্গ-ভঙ্গি, চাউনি, পোশাক নারীদের ভালো লাগে বা মন্দ লাগে। নারীর সঙ্গ পেলে পুরুষরা কেমন করে সেটাও নারীরা জানে। এভাবে পুরুষের একটি রূপ তৈরি হয় নারীর মনে। তেমনি পুরুষের চোখে নারীর বিশেষ রূপ ধরা পড়ে। নারীর দেহ, তার সৌন্দর্য, ভাব-ভঙ্গি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পোশাক এসব পুরুষদের মধ্যে বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করে। নারীর রূপ-যৌবন পুরুষের মধ্যে বিশেষ আবেগের জন্ম নেয়। নারীকে তারা বিশেষরূপে কামনা করে। নারীর একটি বিশেষ রূপ পুরুষ গড়ে তোলে। অন্যদিকে নারী-পুরুষ নিজেরাও নিজেদের বিশেষভাবে প্রকাশ করে। নিজেদের বিশেষ পরিচয় গড়ে তুলে। নারী-পুরুষের যৌন পরিচয় হচ্ছে এই বিশেষ পরিচয়। আবার নারী ও পুরুষের অনেক ধরনের সম্পর্ক হয়। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, মাতা-পুত্র বা পিতা-কন্যা, প্রেমিক-প্রেমিকা ইত্যাদি। কিন্তু এছাড়াও নারী-পুরুষের মধ্যে একান্ত ও বিশেষ সম্পর্ক থাকে। যৌন সম্পর্ক হলো এই বিশেষ সম্পর্ক। নারী-পুরুষের এই যৌন পরিচয় এবং যৌন সম্পর্ককে আমরা এক কথায় যৌনতা বলি।

এই যৌনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়। কেননা কেবল নারী-পুরুষের দেহের দ্বারা এই যৌনতার ধারণা গড়ে ওঠে না। যৌনতা একই সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। কেননা যৌনতার অর্থ শুধু যৌনকর্ম বা যৌনক্রিয়া নয়। সহজ ভাষায় যৌনতা বলতে নারী-পুরুষের যৌনক্রিয়া, যৌনাচরণ, যৌনকামনা, যৌনপরিচয় (অর্থাৎ নারী-পুরুষ পরস্পরকে কেমনভাবে দেখতে চায়) ইত্যাদিকে বোঝায়। দেখা যায়, আমরা নারী-পুরুষরা পরস্পরকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। যৌনক্রিয়ার সময় নারী-পুরুষ নির্দিষ্টভাবে সাড়া দেয় এবং অংশগ্রহণ করে। নিজেদের যৌন রূপ-সৌন্দর্য তুলে ধরে বিশেষ কায়দায়। এ সবকিছুই হলো যৌনতা। এই যৌনতা একটি বাস্তবতা। কিন্তু এ নিয়ে কোনো কথা হয় না। বরং যৌনতা নিয়ে আলোচনাকে খারাপভাবে দেখা হয়। যৌনতা নিয়ে মুখ খুলবার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। কেননা প্রচলিত যৌনতার ধারণা ভুলে ভরা। ফলে তা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। সেজন্য এই যৌনতার ধারণার পরিবর্তন দরকার। এখানে পুরুষরাই মূলত কর্তা। আর নারী তাকে ঘিরে থাকে। পুরুষরাই নারীর যৌনতা তৈরি করে। নারীর যৌন স্বভাব বা আচরণ কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়। অন্যদিকে পুরুষরা নিজেরাই নিজেদের যৌনতা গড়ে তোলে। তাদের এই যৌনতার দ্বারা নারীর যৌনতা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবে প্রচলিত যৌনতার আগ্রাসী চরিত্র ফুটে ওঠে।

নারী-পুরুষের যৌনরূপ বা ভাবমূর্তি

নারী-পুরুষ পরস্পরকে কামনা করে। একে অপরের কাছে আসতে চায়। সাধারণত বিয়ের পর তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই চাওয়া পাওয়ার মধ্যে কোনো খারাপ বা অন্যায় কিছু নেই। কেননা পেটের ক্ষুধার মতো যৌনক্ষুধাও মানুষের অন্যতম চাহিদা। তাই এই চাহিদাকেও পূরণ করা প্রয়োজন। আর এটা কেবল যৌনক্ষুধা মেটানোর বিষয় নয়। যৌনকর্মের সঙ্গে প্রজনন বা সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়াও যুক্ত।

কিন্তু পুরুষের কাছে নারীর যৌনরূপ বা যৌন ভাবমূর্তি কেমন? পুরুষের যৌনক্ষুধা মেটাবে নারীরা। পুরুষের ঔরসজাত

সন্তানের জন্ম দেবে। পুরুষের ভোগের জন্য নারী রূপচর্চা করবে। যৌবন ধরে রাখবে। পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য নারীর নানা ছলা-কলা থাকবে। এমন পোশাক পরবে, যাতে পুরুষের চোখে নারীকে আরো আর্কষণীয় লাগে। যৌনমিলনকালে পুরুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবে বা সপে দেবে। এক্ষেত্রে নিজের কোনো সক্রিয় বা প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকবে না। কথিত আছে যে, যৌনক্রিয়ার সময় পুরুষের দ্বারা কষ্ট পেতে ভালোবাসে নারীরা। অর্থাৎ যৌনকর্মে পুরুষের আগ্রাসী ভূমিকাকে নারীরা পছন্দ করে। এখন প্রশ্ন হলো নারীর যৌনতা আসলে কীরকম? নারীরা কি তাদের যৌনতাকে এভাবে দেখে? আসলে নারীর এই যৌনতা বা যৌনরূপ পুরুষরাই সৃষ্টি করেছে। কেননা নিজের যৌনতা নিয়ে কথা বলার বা নিজের যৌনতা গড়ে তোলার সুযোগ কখনো নারীরা পায় নি। বরং পুরুষরাই নিজের স্বার্থে নারীর এই যৌনতা গড়ে তুলেছে। আর নারীকে এই যৌনতার চর্চা করতে বাধ্য করা হয়েছে। নইলে নারীর প্রতি পুরুষরা আকর্ষণ হারাবে। অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবে। এভাবে নারী পুরুষের বাধ্য যৌনতাকে মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে পুরুষের যৌনতা বা যৌনরূপ পুরুষরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে। এমনকি এক্ষেত্রে নারীরা কীভাবে পুরুষকে দেখবে, সেটাও পুরুষই ঠিক করে দিয়েছে। পুরুষের যৌনতা বা যৌনচরিত্র হবে নারীর চেয়ে ভিন্ন ধরনের। যৌনকর্মে পুরুষরাই মূল বা প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তাদের যৌনাচরণ বা স্বভাব হলো আগ্রাসী, প্রাধান্যশীল ও নিষ্ঠুর ধরনের। যৌনক্রিয়ায় পুরুষরাই সক্রিয় থাকবে। পুরুষের যৌনসুখ বা পরিতৃপ্তির দ্বারা নারীরাও সুখ পায়। পুরুষের যৌনক্ষমতা প্রবল থাকে। তাই তাদের এই যৌনক্ষুধা পূরণ করা দরকার। না-হলে সমাজ-সংসারে নানা সমস্যা দেখা দেয়। তারা আবার এক নারীতে সন্তুষ্ট নয়। সেজন্য পুরুষরা বহু নারীর সঙ্গ পেতে চায়। এটা তেমন দোষের কিছু না। পুরুষরা একটু-আধটু এরকম হয়। অন্যদিকে সব নারীই সুন্দরী হতে চায়। এভাবে তারা পুরুষের কামনার বস্তু হয়। পুরুষকে আকৃষ্ট করে। এজন্য নারীরা ফ্যাশন বা প্রসাধনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এমনকি সুন্দরী হবার জন্য, পুরুষের মনে ধরার জন্য নারীরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালায়।

নারীর যৌনতাসংক্রান্ত আরেকটি বড়ো ভুল ধারণা হলো কুমারিত্ব বা সতিচ্ছেদ ইত্যাদি ধারণা। বেশিরভাগ পুরুষ বিয়ের সময় কুমারী মেয়ে চায়। আর এজন্য বিয়ের রাতে নারীকে তার কুমারী থাকার প্রমাণ দিতে হয়। স্বামীর সঙ্গে প্রথম যৌনমিলনকালে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বা যোনিপথ রক্তাক্ত হতে হবে। এই রক্ত স্ত্রীর কুমারিত্বের প্রমাণ। যৌনমিলনকালে যোনিপথে রক্তপাত না-হলে স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট বলে মনে করবে স্বামী। এমনকি এজন্য স্ত্রী তালাক পর্যন্ত হয় অনেক দেশে। কিন্তু এটা একেবারেই ভুল ধারণা। আসল সত্য হলো— অবিবাহিত নারীর যোনিপথের ভেতরে একটি পাতলা পর্দা থাকে। একে হাইমেন বা সতিচ্ছেদ বলে। প্রথম যৌনমিলনে পুরুষাঙ্গ যোনিপথে প্রবেশ করলে এই পর্দা ছিঁড়ে যায়। তখন কিছুটা রক্তপাত ঘটে। কিন্তু সব কুমারী নারীর যোনিপথে এই পর্দা স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকে না। তরুণী বয়সে অনেক কুমারী নারীর ওই পর্দা এমনি এমনি ফেটে যায়। বিশেষ করে যারা বেশি লাফঝাঁপ দেয়, গাছে চড়ে, সাইকেল চালায়, খেলাধুলা করে তাদের ওই সতিচ্ছেদ নামক পর্দা এমনি এমনি ছিঁড়ে যায়। অথচ ভুল ধারণাবশে অনেকে ওই পর্দা থাকাটাকেই কুমারিত্বের লক্ষণ বলে বিশ্বাস করে। আর বিয়ের সময় পুরুষরাই কেবল কুমারী নারীর দাবি জানায়। কিন্তু নারীরা কি কুমার পুরুষকে পায়? পুরুষের সতীত্ব বা কুমারত্ব প্রমাণিতই বা হবে কীভাবে?

এভাবে সমাজে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন যৌনরূপ বা যৌনতা গড়ে উঠেছে। আর যৌনতার ধারণা অসম বা বৈষম্যমূলক। কেননা এখানে নারীরা নিষ্ক্রিয়, পরোক্ষ ও পুরুষের কামনার অধীন। অন্যদিকে পুরুষরা কর্তা, সক্রিয় ও আগ্রাসী। কিন্তু এই প্রচলিত যৌনতার ধারণা আসলে কতখানি সঠিক তা বিচার করে না সমাজ। ফলে নারীর যৌন কামনা-বাসনা, যৌনাচরণ, যৌনরুচি কেমন তা যাচাই করে দেখা হয় নি। সেজন্য আজ প্রচলিত যৌনতার ধারণার পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নারী-পুরুষের প্রকৃত যৌন ভাবমূর্তি গড়ে তোলার সময় এসেছে।

কেননা নারীর এই প্রচলিত যৌনতা বা যৌনরূপ নারীকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করে না। বরং তাকে পুরুষের ভোগের বস্তুতে পরিণত করে। ফলে পুরুষের কামনা-বাসনার অধীন হয় নারী। আবার নারীর প্রচলিত যৌনতা বা যৌনরূপ নারীকে আরেকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে নারীর গুণ, চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে যায়। তার যৌনরূপটিই কেবল সামনে আসে। পুরুষরা তখন নারীকে ব্যক্তিমানুষরূপে দেখে না। নারীরা হয়ে যায় যৌনকামনা বা যৌনভোগের বস্তু। অশালীনভাবে অধিকাংশ পুরুষ নারীর দিকে তাকায়। চোখ দিয়ে যেন ভোগ করে নারীকে। পুরুষের এই অশালীন চাউনির সামনে নারীরা বিশেষভাবে বিব্রত হয়।

সৌন্দর্য পীড়ন

সবাই সুন্দর হতে চায়। এটা মানুষের স্বাভাবিক বাসনা। আর এই ইচ্ছার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। কিন্তু সমাজ সৌন্দর্যকে কেবল নারীর সঙ্গে যুক্ত করে। তাই সৌন্দর্যচর্চাকে নারী বা নারীত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা হয়। সবাই ভাবে, নারীরা সুন্দরী হতে চায়। তারা পুরুষের কামনার বস্তু হবার চেষ্টা চালায়। সেজন্য ফ্যাশন বা প্রসাধনী ব্যবহারে আগ্রহী

হয়। রূপচর্চা করে। এমনকি পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নারীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। এজন্য নারীরা তাদের রূপ-যৌবন ধরে রাখতে মরিয়া হয়। কিন্তু এসব ধারণা সমাজ তথা পুরুষের দ্বারা তৈরি। পুরুষরাই নারীদের মধ্যে এইসব ধারণা সঞ্চার করে। অন্যদিকে প্রচার করা হয় যে, নারীর সৌন্দর্য তার দেহে। নারীর মনের বা অন্তরের সৌন্দর্যের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ নারীদের জ্ঞানী, মেধাবী, প্রতিভাবান, গুণী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ইত্যাদি না-হলেও চলবে। কিন্তু নারীর রূপ-যৌবন থাকতে হবে। আর নারীর এই দৈহিক রূপ-সৌন্দর্য অসম্পূর্ণ। তাই তাকে সব সময় রূপ যৌবনের চর্চা করতে হবে। এই শক্তিশালী প্রচারণার মুখে নারীরা অসহায় ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাই তারা বাধ্য হয় রূপ-যৌবন ধরে রাখার চেষ্টা চালাতে। এভাবে দেহের রূপ-সৌন্দর্যের চর্চা করতে তাদের মানসিক চাপ দেওয়া হয়। ফলে নারীরা ফর্সা হবার জন্য নানা ধরনের ক্রিম মাখে। দেহের সৌন্দর্য বাড়াতে বিউটি পার্লারে যায়। দেহের রূপ তুলে ধরতে ফ্যাশন করে। যৌবন ধরে রাখতে কসমেটিক সার্জারির সাহায্য নেয়। এভাবে নারীরা নিজের জন্য সুন্দর হতে চায় না। পুরুষের চোখে নিজেকে সুন্দরী করে তোলার জন্য সৌন্দর্যচর্চায় আকৃষ্ট হয়। তাই নারীর এই সৌন্দর্যচর্চা স্বাভাবিক বিষয় নয়। বরং তা এক ধরনের পীড়ন। যাকে বলা যায় সৌন্দর্য পীড়ন। কেননা সমাজ তথা পুরুষরা নারীদের নানা চাপ প্রয়োগ করে সৌন্দর্যচর্চার দিকে ঠেলে দেয়। আর দীর্ঘ এই সৌন্দর্যচর্চায় লিপ্ত থাকায় নারীরাও সৌন্দর্যচর্চাকে তাদের স্বাভাবিক কাজ বলে ভাবতে শেখে। পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সাধনার বদলে রূপ-যৌবনের সাধনা করে যায়।

কিন্তু সমাজ-সভ্যতার শুরুতে নারীদের সৌন্দর্যচর্চার বিষয়টি এভাবে ছিল না। তখন নারী-পুরুষ উভয়েই সাজগোজ করত। মুখে রং লাগাত। রাজা-বাদশাদের আমলেও পুরুষ ও নারী উভয়েরই পোশাক ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। রানি, শাহাজাদীদের পাশাপাশি রাজা, সম্রাট, শাহাজাদাদের মধ্যেও অলংকার ব্যবহারের চল ছিল। অবশ্য তখন ধনী ও অভিজাত নারী-পুরুষরাই কেবল ফ্যাশন, রূপচর্চা বা প্রসাধনী ব্যবহার করত।

কিন্তু পরে পুরুষরা ধন-সম্পদ তৈরির দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে শুরু করে। এর ফলে প্রসাধন, রূপচর্চা বা ফ্যাশনের প্রতি তাদের আগ্রহ কমে যায়। অন্যদিকে নারীরা ক্রমশ সব ধরনের ধন সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। ধনী পুরুষকে বিয়ে করা ছাড়া ধন সম্পদ লাভের আর কোনো পথ নারীদের সামনে খোলা থাকে না। তাই এই ধনী পুরুষদের পাবার জন্য নারীদের মধ্যে শুরু হয় সৌন্দর্য বা যৌন প্রতিযোগিতা। চীনে তাই মেয়েদের পা ছোটো রাখার জন্য জোর করে লোহার জুতো পরানো হতো, আবার আফ্রিকায় মেয়েদের গলা লম্বা হবার জন্য লোহার বালা পরানো হয় গলায়। এভাবে রূপ-সৌন্দর্য চর্চা নারীর স্বাভাবিক প্রত্যাশা রূপে আসে নি। বরং সমাজই নারীদের রূপচর্চায় বাধ্য করেছে। বর্তমানে নারীর ফ্যাশন, প্রসাধন, রূপচর্চার জন্য বিপুল পণ্যসামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করতে সারে সারে বিউটি পার্লার গজিয়ে উঠেছে। গণমাধ্যমে নানা কায়দায় প্রচারণা চালিয়ে নারীদের সৌন্দর্যচর্চায় টেনে আনা হচ্ছে। সুন্দরী না-হলে নারীর কোনো ভালো ভবিষ্যৎ নেই, এমন প্রচারণাও চলছে। এত কিছুর ফলে নারীরা তার রূপ-যৌবন নিয়ে এক ধরনের অসন্তুষ্টি বা হীনম্মন্যতায় ভোগে। তারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ নয় বলে ভাবতে শিখছে। অসম্পূর্ণ সৌন্দর্যকে পূর্ণ করার জন্য রূপ-যৌবন চর্চার ফাঁদে পড়ছে। আর ব্যবসায়ীরাও নারীর রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রসাধনী, ফ্যাশন থেকে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটছে। তাই আজ প্রতিটি নারীকে এই সৌন্দর্য পীড়ন সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

শাহীন রহমান জেন্ডার বিশেষজ্ঞ। বামধারার রাজনৈতিক কর্মী। ০১৭১৫০১৭৪০১